টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
— বিয়ের —
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই চৈত্র বুধবার, ১৩৭৬ ইং 25th Mar. 1970 | ৪২শ সংখ্যা

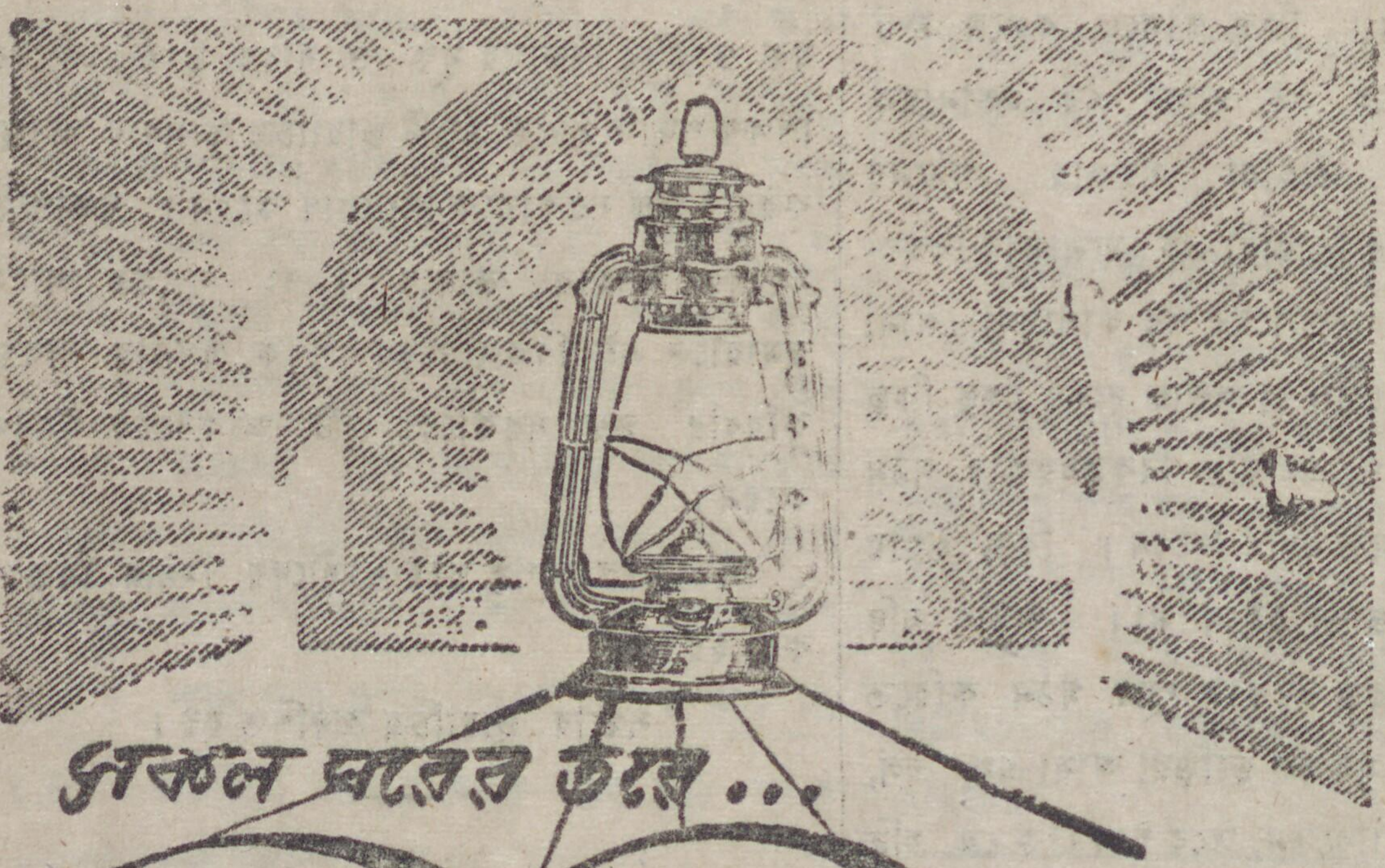

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা কয়লাবিহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

দেশী ও বিলাতী বাচ্চা ও বড়
মুরগী বিক্রয় হয়
নিম্নে অনুসন্ধান করুন—
রতন রায়
রঘুনাথগঞ্জ তরকারী বাজারের সন্নিকটে

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

আজ দেখা যায় সারা পশ্চিম বাঙলায়,
লক্ষ লক্ষ জীবন্ত কঙ্কাল দিবানিশি,
দলে দলে ফিরে—গৃহহীন, অন্নহীন।
কঙ্কাল মায়ের কোলে কঙ্কাল সন্তান,
পশ্চাতে কঙ্কাল পিতা চলচ্ছক্তিহীন।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

রাষ্ট্রপতির শাসনের ২য় দফা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত অনিবার্য পরিনতিকে ডাকিয়া আনিয়াছে। গত ১৬ই মার্চ্চ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করিয়াছেন। তাহার পর রাজ্যপাল একে একে বিভিন্ন দলের প্রধানদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাঁহারা স্ব স্ব দলের ভিত্তিতে সরকার গঠন করিতে সক্ষম কিনা। প্রত্যেকের কাছেই নেতিবাচক উত্তর পাইয়াছেন। শ্রীজ্যোতি বসু অবশ্য একথা বলিয়াছেন যে, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে সক্ষম কিনা তাহার প্রমাণ রাজ্যপালের নিকট দিতে রাজী নন। তিনি বিধান সভার অধিবেশনে দিবেন। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের জন্য, জনগণের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে বিবেচনা করিয়া সকল চিন্তাভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটাইল এই রাজ্যে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন।

বিষয়টি আকস্মিক নয়। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের পরই সকলেরই ধারণা হইয়াছিল যে, আবার রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হইবে। যে দুর্দৈব ১৯৬৭ সাল হইতে রাজ্যে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার জন্য যুক্তফ্রন্টের দলীয় কোন্দলই একমাত্র দায়ী। সহাবস্থান প্রভৃতির পঞ্চশীল এখানে শিল ও নোড়ার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। আর তাহা রাজ্যের জনগণের দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিতেছিল।

তবে একটি প্রশ্ন অনেকেরই মনে জাগিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের পর শ্রীজ্যোতি বসুকে সরকার গঠনের জন্য ডাকা হইল না কেন। রাজ্যের বিধানসভার আসনে সর্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক্য সি, পি, এম-এর রহিয়াছে। সুতরাং সি, পি, এম সরকার গঠন করিতে সক্ষম কিনা, অজয়বাবুর পদত্যাগের পর তাহা প্রত্যাশিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হইল না। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির হইয়া এই রাজ্যের শাসনভার পরিচালনার তত্ত্বাবধায়ক হইলেন।

ফ্রন্ট বহু আগেই বিযুক্ত হইয়া যায়, যাহা ছিল, তাহা যুক্তফ্রন্টের কঙ্কাল নয়, পচা মাংসের পূতিগন্ধময় পিণ্ডবিশেষ। সি, পি, এম চাহিয়াছিলেন এই ব্যাপারে পুনর্নির্বাচন। কিন্তু কাগজে কলমে ফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরই এই দলের এক মহানায়ক বলিয়া ছলেন যে, তাঁহারা সরকার গঠনের পক্ষপাতি। পরস্পর বিরোধী এই মনোভাব বিস্ময়কর। অজয়বাবুর পদত্যাগের পর কাণাঘুষা শোনা গেল যে, বাংলা কংগ্রেস বা অন্যান্য দলের কিছু কিছু এম, এল, এ, সি, পি, এম যদি বিকল্পসরকার গঠন করে; তবে তাহাতে যোগ দিবেন। কিন্তু ইহার প্রমাণ বিধান সভা ছাড়া হইবে না। অর্থাৎ যদি সি, পি, এম দল বিকল্প সরকার পূর্বে গঠন করিতে পারিতেন, তবে ঐ সব দল ছাড়িয়া আসা এম, এল, এ-দের দেখাইতে পারিতেন, তবে ইহা ঠিক যে যদি নীতির ও আদর্শের মতবিরোধটা প্রশ্ন হয়, তবে সেই সব দল ছাড়িয়া যাওয়া এম,এল, এ-রা রাজ্যপালের কাছেও তাঁহাদের কথা বলিতে পারিতেন। মনে হয়, এম, এল, এ-দের নূতন সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারটা হয় একটা ভাঁওতা, আর না হয়, অন্যপ্রকারে অর্থাৎ মানুষের রিপুর উপর সুড়সুড়ি দিয়া তাহা পাওয়ার প্রশ্ন।

কার্যতঃ কোনটাই হইল না। রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হইল। ইহার পর আবার অন্তর্বর্তী নির্বাচন এবং রাশিকৃত টাকা ক্ষয় হইবে কিনা এখনই তাহা বলা যায় না। অপেক্ষা করিয়া দেখা ছাড়া উপায় নাই।

—

বিশ্ব পঙ্গু দিবস উদ্‌যাপন

১৫ই মার্চ্চ রবিবার বৈকাল ৫ ঘটিকায় মহারাণী নীলিমা প্রভা মূক ও বধির বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকগণ ও শহরের বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসকের উপস্থিতিতে বিশ্ব পঙ্গু দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুর্শিদাবাদ জেলার তথ্য আধিকারিক শ্রীঅরুণকুমার মজুমদার মহাশয়। বক্তারা সকলেই বিকলাঙ্গ পঙ্গুদের দিকে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজনীয়তা ও স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে নিজেদের ভরণ পোষণ নিজেরাই যাহাতে করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষাদানের জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। শ্রীগোপালদাস নিয়োগী চৌধুরী প্রধান শিক্ষক, নীলিমা প্রভা মূক ও বধির বিদ্যালয় মূক ও বধির ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি ছায়াচিত্র তুলিবার ব্যবস্থা করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে ১৯৭১ সালের আদম সুমারীতে এই বিকলাঙ্গদের পৃথক গণনার ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের উল্লেখ করেন।

সভার শেষে পঙ্গু ছাত্র-ছাত্রীদের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যায় ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

——

কুশাঙ্কুরের

কালি-কলম

খড়খড়ি সেতু। শহর হতে বাহির হয়ে সোজা ষ্টেশন যাবার পথে। পথিমধ্যে ছোট্ট নদী। ক্ষীণনদী আর তার বুক শ্যাওলার সবুজে ঢাকা। মাথার উপরে লোহার রেলিং ঘেরা পথ। এই সেই খড়খড়ি নদী। এ নদীর পূর্ব প্রান্তে শহর রঘুনাথগঞ্জ পশ্চিম প্রান্তে কুটির শিল্প সমৃদ্ধ শহরতলী শ্রীকান্তবাটী। গ্রাম আর শহরের গ্রন্থিবন্ধন এই সেতু। কিন্তু এই বাহু। শহরের সঙ্গে শহরতলী তথা মফঃস্বলের আশা যাওয়ার ঐ একটি পথ। তাছাড়া শহর হতে ফরাক্কা যাবার পথ এইটিই। দিন রাত্রি শত শত মানুষের যাওয়া-আসা। গো শকট-

দ্বিচক্রযানের নিরন্তর আনাগোনা। আর চলছে বিভিন্ন পথের পথবাহী মোটর যানের প্রতিনিয়ত যাতায়াত। তা এই পথেই, এই সেতুর উপর দিয়ে। তাই বলতে হয় এই সেতু পথটির প্রয়োজনীয়তা অকিঞ্চিৎকর নয়। বরং বলতে হবে গুরুত্বপূর্ণ। শুনেছি, যখন সেতুটি বাঁধা হয়নি কোন এক কালে, তখন এ পার-ও পারের সংযোগ ছিল তরণী। তার পর জনগণের প্রয়োজনে, ব্যবসার স্বার্থে তদুপরি সরকারী কাজের ব্যাপারে একদা ছোট্ট নদীটির উপর তৈরী হয়েছিল এই সেতু পথ। সেদিনের প্রয়োজন মিটেছিল ঐ পথে। হয়তো ততটা অসুবিধা ছিল না। যদিচ শহরগামী মানুষের অভাব ছিল না। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, কেনা বেচার কাজে, চিকিৎসার ব্যাপারে, আইন আদালতের বিষয়ে আসতো মানুষ। তবে তারা আসতো না এ রকম ভাবে যেমন আজ আসছে। হয় তারা আসতো পায়ে হেঁটে, নয় দ্বিচক্রযানে অথবা অশ্বপৃষ্ঠে কিংবা গো-শকটে। মনে হয় তখন ছিল না এতটা ব্যস্ততা আজকের মত। শহরের প্রতি মানুষের আকর্ষণও বোধ করি এতটা প্রবল ছিল না। গ্রামগুলো ছিল আত্মনির্ভর পণ্য-সামগ্রীর প্রয়োজনে। বিশেষ একটা অভাব দেখা না দিলে গ্রামের মানুষ আসতো না শহরে। কিন্তু আর আজ? আজ আর গ্রামের পণ্যে গ্রামে বসে না হাট। সবজীর, পণ্যের ঢাকি বয়ে ছুটে আসে গ্রামের মানুষ শহরের বুকে।

তদুপরি বেড়েছে যন্ত্রের তীব্র গতিময়তা। প্রচুর মোটর বাস, অসংখ্য লরি-ট্রাক-টেম্পো, রিক্সা-ট্যাক্সির সদা সর্বদা যাওয়া আসা। একে পথচারী মানুষের যাতায়াত তার উপরে যান বাহনের চলাফেরা। পথ তাই সদা ব্যস্ততা-ময়, যান আর জনতার ভিড়ে রুদ্ধ। শহর রঘুনাথগঞ্জের আজ এই চিত্র। তাই আজ পথ চলতে চলতে যখন এই সেতুটির নিকটবর্ত্তী হয় পথচারী মানুষ—তখন তাকে থমকে দাঁড়াতে হয় এখানে। পার হতে হয় সন্তর্পণে। গাড়ী, রিক্সা, ট্রাক, লরি ও মোটরের ভিড় এখানে জমে উঠে নিয়ত—তখন তার পাশ দিয়ে পথচারী মানুষের চলা শক্ত হয়ে পড়ে। নিরাপদ তো নয়ই। কালের প্রয়োজনে যখন একদিন সেতুটি গড়ে উঠেছিল—আজকের প্রয়োজনে কি শহরের সংযোগকারী এই খড়খড়ি সেতু পথটি প্রশস্ত হতে পারে না?

দোল উৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরে দোল উৎসব পালিত হয়েছে। ছেলে, বুড়ো সকলে একসঙ্গে রঙ-আবির খেলে আনন্দ উপভোগ করেছেন। এইদিনে অনেক শহর-বাসীর বাড়ীর আসবাবপত্র রঙে খারাপ হয়েছে। এজন্য অনেক গৃহিণীর মুখের রুক্ষ ভাবও হজম করতে হয়েছে রঙ খেলোয়াড়দের। দু'এক জায়গায় রঙ দেওয়া নিয়ে মত বিরোধের জন্য গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়াতে বচসার মধ্যে দিয়েই গণ্ডগোলের সমাপ্তি ঘটে।

শ্মশান ঘাটে কাঠের অভাব

কিছুদিন হ'তে রঘুনাথগঞ্জ শ্মশান ঘাটে শবদাহ করার উপযোগী কাঠের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাঠ না থাকার জন্য দূরদেশাগত শবদাহনকারীদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। উক্ত ঘাটে সব সময় যাতে কাঠ মজুত থাকে তৎপ্রতি মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের অচিরে ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

শিশু হত্যার দায়ে মহিলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ থানার লালখাঁর দিয়ার গ্রামের মহকা বিবি নামীয়া একজন স্ত্রীলোককে ১৯ দিন বয়সের একটি শিশুকে হত্যা করার অপরাধে মুর্শিদাবাদ জেলার সেসন জজ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় প্রতাপ বাবুর পুকুর পারে ৫ শতক ও ৩ শতক জমি বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

শ্রীপরমেশ পাণ্ডে, রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়।

পরলোকগমন

গত ৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রে বাড়ালা গ্রামের সরোজাক্ষ হাজরা মহাশয় ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চারি পুত্র, পুত্রবধূ, পাঁচ কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সদালাপী ও অতিথিবৎসল ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চির শান্তি কামনা করিতেছি।

বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের জেলা সম্মেলন

গত ৬ই মার্চ্চ শুক্রবার কাঞ্চনতলা স্কুল ময়দানে কমঃ মন্মথ সরকারের সভাপতিত্বে উক্ত জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী সর্ব্বশ্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ, কমঃ প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, কমঃ সত্যনারায়ণ চন্দ্র প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। সভাশেষে বহরমপুর গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে 'ভিয়েতনাম' নাটক খানি অভিনীত হয়। এই সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে ধুলিয়ান শহরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়।

উপাচার্য্যের পদত্যাগ

বোলপুরের সংবাদে প্রকাশ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ স্বাস্থ্যের কারণে গত ৭ই মার্চ্চ পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আর একবার পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়া কর্ম্মপরিষদের অনুরোধে উহা প্রত্যাহার করেন।

ডাক্তার প্রহৃত

নবগ্রাম থানার আমিরাবাদ নিমগ্রাম-বেলুড়ী সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার ও কয়েকজন কর্মী কয়েকদিন পূর্বে স্থানীয় এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক নিদারুণভাবে প্রহৃত হন। এবিষয়ে যথোপযুক্ত তদন্তের প্রয়োজন আছে বলে স্থানীয় জনসাধারণ মনে করেন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

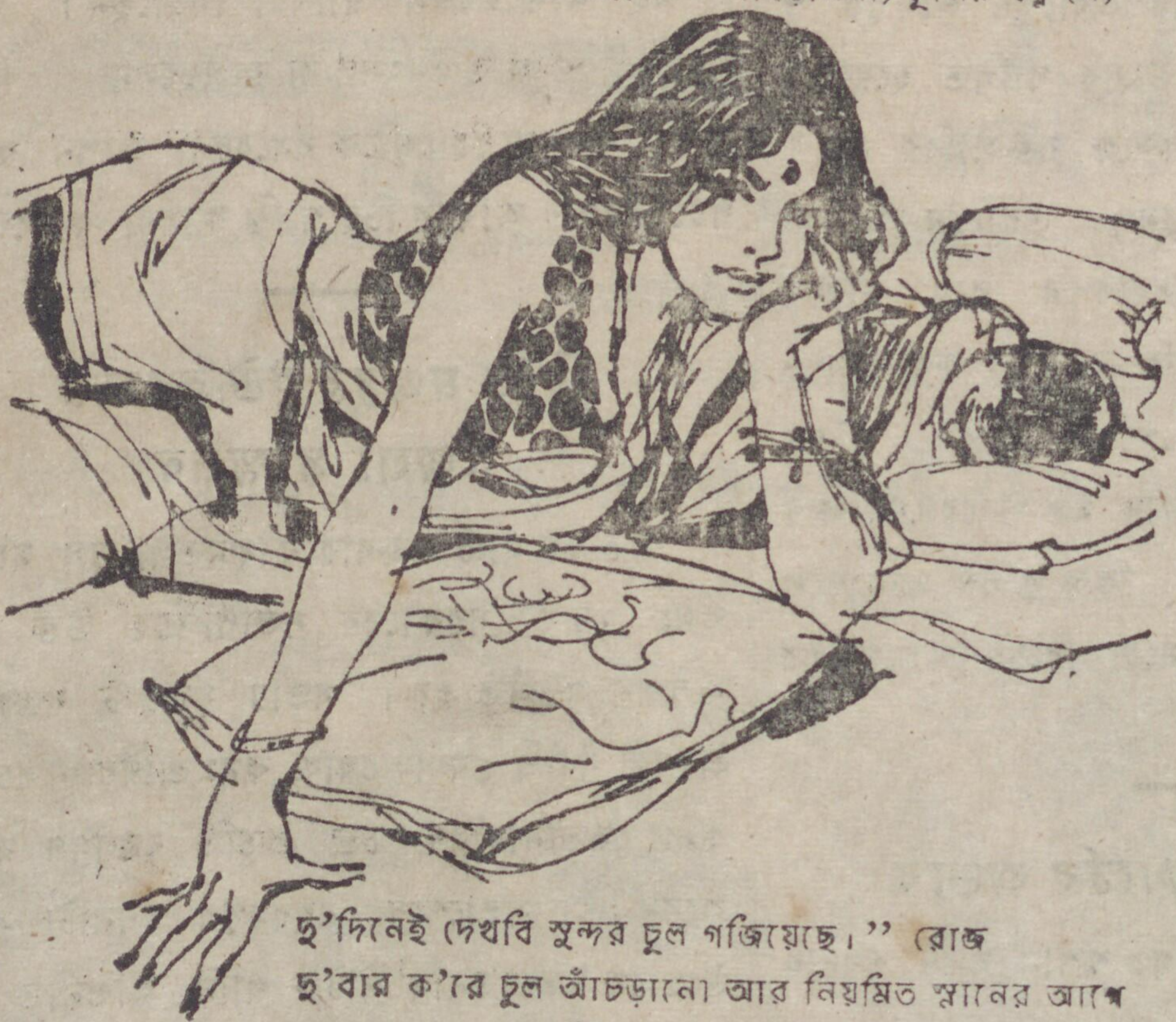

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম
কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মুল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও গোডাউন
৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রজতশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়**, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেণ্টিমিটার ১'৫০ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮০'০০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৫'০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫'০০ টাকা। চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)